66155 - মুয়াজ্জনি নর্িধারতি সময়রে ৭ মনিটি আগে আযান দয়োয় তারা ইফতার করে ফলেছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমাদরে এলাকার মুয়াজ্জনিরে আযান শুনে আমরা ইফতার করে ফলেছে। এর ৭ মনিটি পর আমরা অন্য একটি মসজদিরে আযান শুনি। পরে যখন আমাদরে এলাকার মুয়াজ্জনিকে জজ্ঞিসে করি তনিি জানান য, তনিি ভুলক্রমে আযান দয়িছেনে; তনিি ভবেছেনে সময় হয়ে গছে। এমতাবস্থায় এলাকাবাসীর উপর কি কোন কছিু অপরহির্য হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

জমহুর আলমেরে মত, য ব্যক্তি সূর্য ডুবে গছে মনে কর, ইফতার করে ফলেছে, এরপর জানতে পার য, সূর্য ডুবনে; তাকে রোযাটি কাযা করতে হব।

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনি' গ্রন্থ (৪/৩৮৯) বলনে: "এটি অধকিাংশ ফকিাহবদি ও অন্যান্য আলমেরে অভমিত।" সমাপ্ত

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে যখন এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হল যনিি তার দুই ময়েরে কথার ভত্তিতিে ইফতার করে ফলেছেনে। এরপর যখন মাগরবিরে নামাযরে জন্য বরে হন তখন শুনতে পান য, মাত্র মুয়াজ্জনি মাগরবিরে নামাযরে আযান দচ্ছি। জবাবে তারা বলনে: "যদি প্রকৃতপক্ষে সূর্য ডোবার পর আপনার ইফতার হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে রোযা কাযা করতে হবে না। আর যদি আপনার ইফতার সূর্যাস্তরে পরে হয়ে থাকে থাকে অথবা সূর্যাস্তরে পরে হয়ছে বলে আপনার প্রবল ধারণা হয়; অথবা আপনি এরকম সন্দহে করে থাকনে তাহলে আপনাকে এবং আপনার সাথে যারা ইফতার করছে তাদরে সকলকে রোযাটি কাযা পালন করতে হব। কারণ দবিস অবশষ্টি থাকাটাই হচ্ছে মূল অবস্থা। আর এ মূল অবস্থা থকেে অন্য অবস্থায় রূপান্তররে জন্য শরয়ি দললি থাকতে হব। আর এখানে শরয়ি দললি হচ্ছ- সূর্যাস্ত যাওয়া।" সমাপ্ত [স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র (১০/২৮৮)]

শাইখ বনি বাযকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি:এমন কছিু লোক সম্পর্কে যারা ইফতার করে ফলোর পর জানা যায় য, সূর্য ডুবনে। উত্তরে তনিি বলনে: জমহুর আলমেরে মত, য ব্যক্তরি ক্ষত্রেে এমনটি ঘটছে তনিি সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে যটেুকু সময় বাকী আছে তাতে পানাহার থকেে বরিত থাকবনে এবং রোযাটি কাযা পালন করবনে। সূর্য ডুবছে কনিা তা জানার জন্য যদি যথাসাধ্য চষ্টো করে থাকনে তাহলে তনিি গুনাহগার হবনে না। অনুরূপভাবে শাবান মাসরে ৩০ তারখি দনিরে বলোয় যদি কারো

কাছে সাব্যস্ত হয় যে, এ দিনটি ১ লা রমযান তাহলে তিনি বাকী সময়টুকু পানাহার থেকে বিরত থাকবেন এবং এ দিনের রোযাটি কাযা পালন করবেন; তিনি গুনাহগার হবেন না। কারণ তিনি যখন পানাহার করেছেন তখন জানতেন না যে, এ দিনটি রমযান। তাই এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকার কারণে তার গুনাহ হবে না। তবে এ রোযাটি তাঁকে কাযা পালন করতে হবে।[সমাপ্ত; বিন বাযের ফতোয়া সমগ্র ১৫/২৮৮]

আর কিছু কিছু আলেমের মতে, রোযাটি শুদ্ধ হবে এবং কাযা করা আবশ্যক হবে না। এ অভিমতটি মুজাহিদ (রহঃ) ও হাসান (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। একই অভিমত দিয়েছেন, ইসহাক (রহঃ), এক বর্ণনামতে ইমাম আহমাদ, আল-মুযানি, ইবনে খুযাইমা এবং ইবনে তাইমিয়া। শাইখ ইবনে উছাইমীন এ অভিমতকে অগ্রগণ্য ঘোষণা করেছেন।[দেখুন: ফাতহুল বারী (৪/২০০), ইবনে তাইমিয়া এর 'মাজমুউল ফাতাওয়া' (২৫/২৩১), আল-শারহুল মুমতি (৬/৪০২-৪০৮)]

তাঁরা দলিল দেন বুখারি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দিয়ে- হিশাম বিন উরওয়া ফাতেমা থেকে তিনি আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন: একবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থাকায় আমরা ইফতার করে ফেললাম; এরপর আবার সূর্য দেখা গেল। হিশামকে জিজ্ঞেস করা হল: তাদেরকে কি রোযাটি কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন: অবশ্যই কাযা করতে হবে। মামার বলেন: আমি হিশামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: আমি জানি না- তারা কি কাযা করেছেন; নাকি করেননি।

হিশাম এর উক্তি: "অবশ্যই কাযা করতে হবে" এটি তাঁর নিজস্ব বোধ। তিনি এ কথা বলেননি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি রোযাটি কাযা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণে হাফেয ইবনে হাজার বলেন: আসমা (রাঃ) এর হাদিসটিতে রোযাটি কাযা করা বা না-করা কোনটি সাব্যস্ত নয়। সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীন "আল-শারহুল মুমতি" (৬/৪০২) বলেন: দিনের কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকতে সূর্য ডুবে গেছে এ ভিত্তিতে তারা ইফতার করে ফেলেছেন। তারা শরিয়তের হুকুম জানে না- এমনটি নয়। বরং তারা সূর্যের প্রকৃত অবস্থাটি সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা মনে করেনি যে, এখনো দিন অবশিষ্ট আছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রোযাটি কাযা করার নির্দেশও দেননি। যদি রোযাটি কাযা করা ফরজ হত; তাহলে সেটা আল্লাহর দেয়া শরিয়ত হিসেবে সাব্যস্ত হত এবং কাযা করার বিষয়টি হাদিসে সাব্যস্ত হয়। অতএব, যেহেতু সাব্যস্ত হয়নি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও কিছু বর্ণিত হয়নি সুতরাং মানুষের মূল অবস্থা হল- তার উপর কোন যিম্মাদারি বা কাযা করার দায়িত্ব না থাকা। সমাপ্ত

ইবনে তাইমিয়া 'মাজমুউল ফাতাওয়া' (২৫/২৩১) গ্রন্থে বলেন:

এতে প্রমাণিত হয় যে, কাযা করা ফরয নয়। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে রোযাটি কাযা করার নির্দেশ দিতেন তাহলে সেটা প্রচারিত হত; যেভাবে তাদের ইফতার করে ফেলার বিষয়টি প্রচারিত হয়েছে। যখন কাযা করার ব্যাপারটি প্রচারিত হয়নি এতে বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কাযা করার নির্দেশ দেননি। যদি বলা হয় যে, হিশাম বিন উরওয়াকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে: তাদেরকে কি কাযা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল? তিনি

বলছেনে: অবশ্যই কাযা করতে হবে? উত্তরে বলা হবে: হশিাম (রহঃ) সটো নজিরে ইজতহিাদ থকেে বলছেনে। হাদসিে এটি বর্ণতি হয়নি। এ বষিয়ে হশিামরে যে ইলম ছলি না তার প্রমাণ পাওয়া যায় মামার এর বর্ণনা থকেে। মামার বলনে: আমি হশিামকে বলতে শুনছেি যে, তনিি বলনে: আমি জানি না- তারা কি রোযাটি কাযা করছেনে; নাকি কাযা করনেনি। ইমাম বুখারি এ উক্তটিি উল্লখে করছেনে। হশিাম তার পতিা উরওয়া থকেে বর্ণনা করছেনে যে, তাদরেকে রোযাটি কাযা করার নর্িদশে দয়ো হয়নি। আর উরওয়া তার ছলেরে চয়েে অধকি অবহতি। [সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

যদি আপনার সাবধানতা অবলম্বন করতঃ একটি রোযা রখেে দনে সটো ভাল। আলহামদুলিল্লাহ; একদনিরে রোযা রাখা তমেন কষ্টরে কছিু না। যা ঘটে গছেে সে জন্য আপনাদরে কোন গুনাহ হবে না।

আল্লাহই ভাল জাননে।